নাগরিক ও নাগরিকতা
(Citizen and Citizenship)

ইউনিট ২

পৌরনীতি ও নাগরিকতা বিষয়ে নাগরিক হল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। নাগরিকের– জীবন, অধিকার, কর্তব্য, নাগিরক হিসেবে তার পরিচয় এবং রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের আনুগত্য পৌরনীতির মূল উপজীব্য। অতীতে গ্রীক নগর রাষ্ট্রের যেমন সকল অধিবাসী রাষ্ট্রের নাগরিক হত না তেমনি বর্তমানেও কোন ব্যক্তি একটি রাষ্ট্রে বসবাস করলেও সে নাগরিক নাও হতে পারে। অর্থাৎ নাগরিক হবার জন্য তাঁর একটি স্বীকৃতি প্রয়োজন হয়। এই ইউনিটে নাগরিকতা, নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি, সুনাগরিকের গুণাবলি, অধিকার ও কর্তব্য এবং অধিকার ও কর্তব্যের সার্বিক নিয়ে আলোচনা থাকবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

পাঠ-২.১ নাগরিক ও নাগরিকতা (Citizen & Citizenship)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নাগরিক কে তা জানতে পারবেন।
- নাগরিকতার ধারণা লাভ করবেন।
- নাগরিক হওয়ার শর্তাবলী সম্পর্কে অবগত হবেন।

মুখ্য শব্দ	নগর, অধিবাসী, অংশগ্রহণ, প্রজা, বিদেশী, আনুগত্য

নগরের প্রাণ হলো তার অধিবাসী। সাধারণভাবে নগরে বসবাসরত সব অধিবাসীই নাগরিক হবার কথা। কিন্তু পৌরনীতিতে সকল অধিবাসী নাগরিক নয়। এ বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এরিস্টটল বলেন নগরের শাসনকার্যে যেসকল অধিবাসী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে কেবল তারাই নাগরিক। নাগরিক শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো "Citizen" অনেক অধিবাসী আবার নগরের শাসনকার্যে অংশগ্রহণ না করতে পারলেও রাষ্ট্রের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেসব অধিবাসীর অবস্থান নিয়ে অনেক ধরনের মতামত রয়েছে। মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে আসছে আজ থেকে হাজার হাজার বছর পূর্বে। তারও অনেক পরে নগর, রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে। ফলে নাগরিক এর ধারণা অনেকটা আধুনিক একটি প্রত্যয়। অনেক পরিবর্তন হয়ে নাগরিক শব্দটির এক বিশেষ অর্থ হয়ে উঠেছে। আধুনিক রাষ্ট্র আয়তনে ও জনসংখ্যায় অনেক বড়। ফলে প্রত্যেক অধিবাসীর পক্ষে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ সম্ভব হয় না। অবস্থার প্রেক্ষিতে নাগরিক এর ধারণাও পরিবর্তন হয়েছে। এখন একজন অধিবাসী যদি রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, রাষ্ট্রের নিয়ম-কানুন মেনে চলে এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে তবে তাকে নাগরিক বলা হয়। প্রাচীন গ্রীসে আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে যে সকল অধিবাসী রাষ্ট্রের শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতো কেবল তারাই নাগরিক বলে

পরিচিত হত। তাছাড়া যেকোন নগরে বসবাসকারী অধিবাসীদেরকেও নাগরিক বলা হত। আধুনিককালে রাষ্ট্রে কে নাগরিক আর কে নাগরিক নয় তা নির্দিষ্ট আইন দ্বারা নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ এটি বর্তমানে আইনগত বিষয়।

অন্যদিকে নাগরিক হিসেবে তাদের আচার-আচরণ, অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কিত ধারণা হলো নাগরিকতা। নাগরিকতা একজন নাগরিকের মানসিক অবস্থা। অন্যকথায় নাগরিক হিসেবে একজন অধিবাসীর অবস্থান এর বিষয়টি হল নাগরিকতা। নাগরিকতার সাথে নাগরিকের গুনাবলি, রাষ্ট্র থেকে নাগরিকের অধিকার ও রাষ্ট্রের স্বার্থে আত্মত্যাগ করার মতো বিষয়গুলো জড়িত। আধুনিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে নাগরিকের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার প্রতি রাষ্ট্র অধিক প্রাধান্য দেওয়ায় নাগরিকতা বিষয়টি আজ খুব গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়।

অধ্যাপক হ্যারল্ড জে লাস্কি'র মতে "কোন ব্যক্তি যদি রাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে তাকেই নাগরিক বলে।" অন্যদিকে তিনি বলেন "সর্বজনীন কল্যাণের জন্য ব্যক্তির লব্ধ বিচারবুদ্ধির প্রয়োগই নাগরিকতা"।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হ্যান্স কেলসন বলেন "নাগরিকতা হচ্ছে রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে কোন ব্যক্তির স্ট্যাটাস বা মর্যাদা।"

নাগরিক শব্দটির অর্থ স্পষ্টভাবে বুঝার জন্য প্রজা ও অধিবাসী এ দুটি শব্দের অর্থও জানা প্রয়োজন।

প্রজা হল রাষ্ট্রে বসবাসকারী যারা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে কিন্তু রাষ্ট্র প্রদত্ত সকল অধিকার ভোগ করতে পারে না। প্রজারা রাষ্ট্রের প্রতি তাদের সকল কর্তব্য পালনে বাধ্য থাকে। রাজা-বাদশাগণের সময়কালে প্রজা শব্দটি বেশি ব্যবহৃত হত। কেননা তখন প্রজারা শাসকদের কার্যক্রম সম্পর্কে কোন কিছু বলতে পারতো না। কেউ যদি বলতে সাহস দেখাত তাকে অনেক সময় নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হত। এছাড়া বিট্রিশ শাসন আমলে তাদের সাম্রাজ্যভুক্ত জনগণও প্রজা হিসেবেই পরিগণিত হত।

অন্যদিকে-রাষ্ট্রে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই অধিবাসী। একজন বিদেশীও অধিবাসী হতে পারে। আধুনিক রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে একটি দেশের বেশির ভাগ জনগোষ্ঠীই ছিলেন অধিবাসী। এক্ষেত্রে কিছু অধিকার ভোগের বিষয় জড়িত। একজন ব্যক্তি যখন কোন রাষ্ট্রে বসবাস করে রাষ্ট্র প্রদত্ত সকল অধিকার ভোগ বা দাবি না করতে পারে তখন সে অধিবাসীর পর্যায়ে পড়ে।

বিদেশী- যে ব্যক্তি অন্য কোন রাষ্ট্রের নাগরিক। তবে সাময়িকভাবে অনুমতি নিয়ে কোন রাষ্ট্রে বসবাস করে সেই বিদেশী। বিদেশীরা সাধারনত নানা ধরনের শর্ত সাপেক্ষে কোন রাষ্ট্রে বসবাস করে। বিদেশীরা ইচ্ছে করলে শর্ত পূরণ করে কোন রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারে।

নাগরিকতার প্রকাশ

সাধারণত একজন অধিবাসীর কোন রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস, রাষ্ট্র প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ, রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা ইত্যাদি বিষয়ের মাধ্যমে কোন ব্যক্তির নাগরিকতার প্রকাশ পায়। তবে দেশপ্রেমের মাধ্যমে নাগরিকতার প্রকৃত প্রকাশ ঘটে থাকে। নাগরিকতা প্রকাশের বিষয়টি নাগরিক ও রাষ্ট্র উভয়ের উপরই নির্ভরশীল। কেননা একজন নাগরিক যদি রাষ্ট্রের প্রতি খুব দায়িত্বশীল, অনুগত ও দেশপ্রেমিক হয় তাহলে রাষ্ট্র অনেক বেশি উন্নতি লাভ পারে, অন্যদিকে রাষ্ট্র যদি উন্নত হয় তবে রাষ্ট্র থেকে নাগরিকগণ মৌলিক অধিকারসহ অনেক সুযোগ-সুবিধা লাভ করে থাকে। তবে আদর্শ নাগরিকগণ অনেক সময় রাষ্ট্র থেকে কি পেল, তা না ভেবে রাষ্ট্রকে কি দিতে পারল তাই ভেবে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নাগরিক ও নাগরিকতার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন

সারসংক্ষেপ

সাধারণত একটি রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীই নাগরিক। তবে নাগরিক হবার জন্য অতীতে যেমন নানাবিধ শর্ত ছিল বর্তমানেও কিছু কিছু শর্ত রয়েছে। প্রত্যেকেরই মৌলিক ও কিছু মানবাধিকার থাকে, যা কেবল একটি রাষ্ট্রের নাগরিক হলেই ভোগ করা সম্ভব। একজন নাগরিক যখন নিজেকে একটি রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে দাবি কওে তখন তার নাগরিকতা প্রকাশ পায়। এর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে ও রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করে থাকে রাষ্ট্রের মাধ্যমেই নাগরিকতার প্রকাশ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১

বহুনির্বাচনী অভিক্ষা

১। "সর্বজনীন কল্যাণের জন্য ব্যক্তির লব্ধ বিচারবুদ্ধির প্রয়োগই নাগরিকতা"- উক্তিটি কার?
ক. এরিস্টটল খ. লাস্কি গ. লর্ড ব্রাইস ঘ. ফাইনার

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন
অনুপম একজন ব্যবসায়ী। এলাকার শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করতে তিনি প্রচুর অনুদান দিয়ে থাকেন। তিনি নির্বাচন এলে ভোট দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন না। রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমেও তেমন একটা অংশগ্রহণ করেন না। তিনি প্রায় সময়ই রাষ্ট্রীয় নিয়ম-কানুনের প্রতি উদাসীন থাকেন।

২। আলোচ্য উদ্দীপকে ব্যবসায়ী অনুপম এর মাঝে কিসের অভাব রয়েছে?
ক. দেশপ্রেমের খ. ভালোবাসার গ. নাগরিকতার ঘ. উদারতার

৩। নাগরিক হিসেবে অনুপম এর কোন ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে
i. বাংলাদেশের নাগরিক নয়
ii. রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত নয়
iii. রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন না

নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ. i ii গ. ii iii ঘ. i iii

পাঠ-২.২ নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি (Methods of Acquiring Citizenship)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি কয়টি তা জানতে পারবেন।
- কোন পদ্ধতিতে কিভাবে নাগরিক হওয়া যায় তা বুঝতে পারবেন।
- দ্বৈত নাগরিকত্ব সম্পর্কে শিখতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	জন্মসূত্র, অনুমোদন, অর্জন, বিলোপ, দ্বৈত নাগরিকত্ব

নাগরিক একটি সহজ ও সরল শব্দ কিন্তু এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রত্যয়। কেননা যখন একজন অধিবাসী কোন রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হয় তখন এর সাথে কিছু অধিকারের বিষয় চলে আসে। যেগুলো কেবল নাগরিক হলেই পাওয়া সম্ভব। ফলে সকল ব্যক্তিই কোন না কোন রাষ্ট্রের নাগরিক হতে চায়। তবে কোন রাষ্ট্রের নাগরিক হবার জন্য রাষ্ট্র স্বীকৃত কয়েকটি পদ্ধতি বা আইন রয়েছে। একজন অধিবাসী দুইভাবে কোন রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারে। যেমন-(১) জন্মসূত্রে (২) অনুমোদনসূত্রে।

জন্মসূত্রে নাগরিকতা

কোন ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রহণ করে থাকে, তিনি সে দেশের নাগরিকতা লাভ করে থাকে। আধুনিক রাষ্ট্রে সাধারনত এভাবেই নাগরিকতা নির্ণয় করা হয়। এ ক্ষেত্রে বয়সের কোন বিধি-নিষেধ নাই। যেমন বাংলাদেশে জন্ম নেয়া সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। তবে রাষ্ট্রবিরোধী কাজের জন্য এ ধরনের নাগরিকতা বাতিল হতে পারে। পৃথিবীর সব রাষ্ট্রেই এই ধরনের নাগরিকতা অর্জন স্বীকৃত ও পরিচিত। জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জন আবার দুই রকম হয়ে থাকে। একটি হল জন্ম নীতি অন্যটি জন্মস্থান নীতি। জন্মনীতি অনুযায়ী কোন সন্তান যে রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করে তিনি সে রাষ্ট্রেরই নাগরিক হয়ে থাকে। আবার জন্মস্থাননীতি অনুযায়ী সন্তান যে রাষ্ট্রেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন সে তার পিতা-মাতার জন্মস্থান অনুযায়ী নাগরিকত্ব পাবে। জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনে কোন শর্তের প্রয়োজন হয় না। তবে আধুনিককালে কোন সন্তানের পিতা-মাতা ঐ রাষ্ট্রের নাগরিক না হলে সেখানে নির্দিষ্ট সময় অবস্থানের পরই সে সন্তান নাগরিক বলে গন্য হবে। অর্থাৎ বাংলাদেশী পিতা-মাতার কোন সন্তান যদি আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করে তবে সে আমেরিকার নাগরিক হবে। আমেরিকায় জন্ম নেয়া সেই সন্তান আবার বাংলাদেশেরও নাগরিক। নাগরিকতা সম্পর্কিত আইন অনেক সময় পরিবর্তন হয়।

অনুমোদনসূত্রে নাগরিকত্ব

কোন রাষ্ট্র প্রদত্ত নাগরিকতার শর্ত পূরণ করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করলে একজন বিদেশী একটি রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারে। এভাবে এক রাষ্ট্রের নাগরিক অন্য রাষ্ট্রের নাগরিক হলে সে অনুমোদনসূত্র নাগরিক হয়েছে বলে গণ্য হবে। যেমন-কোন বিদেশী নাগরিক এক বছর ছয় মাস বাংলাদেশে বসবাসের পর যদি নাগরিকতার জন্য আবেদন করে তবে তাকে এ দেশের নাগরিকতা দেওয়া হতে পারে। রাষ্ট্রের কোন বিষয়ে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকলে সম্মানস্বরূপ তাকে রাষ্ট্রের নাগরিকতা দেয়া হয়ে থাকে। যেমন বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাবেক কোচ গর্ডন গ্রীনিজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের একজন নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও তাকে এ দেশের নাগরিকত্ব দেয়া হয়েছে। এই নাগরিকত্ব বাতিলযোগ্য।

দ্বৈত নাগরিকত্ব

নাগরিকতা অর্জনের বিভিন্ন রকম পদ্ধতি থাকায় একই ব্যক্তি একাধিক রাষ্ট্রের নাগরিক। এভাবে একই ব্যক্তি যখন একই সাথে দুই রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব উপভোগ করে তখন তাকে দ্বৈত নাগরিকত্ব বলে। অনেক রাষ্ট্র দ্বৈত নাগরিকত্ব সমর্থন করে না। কিন্তু বাংলাদেশ করে। যেমন একজন বাংলাদেশী নাগরিক যদি ব্রিটেনের নাগরিকত্ব লাভ করে তবু তিনি নাগরিক

হিসেবে বাংলাদেশ থেকে তার প্রাপ্য অধিকার ভোগ করতে পারবে। মূলত জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব অর্জনের পদ্ধতির জন্যই দ্বৈত নাগরিকত্ব দেখা যায়। কেননা একই নাগরিক এক রাষ্ট্রে জন্মস্থান নীতিতে নাগরিক হয়ে আবার জন্মনীতিতে অন্যকোন রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারে।

বাংলাদেশের নাগরিকতা: অর্জন ও বিলোপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে নাগরিকত্ব আইনের ৬নং ধারা, ১৯৫১ সালে আইন এবং ১৯৮৫ সালের অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশের নাগরিকতা অর্জন ও বিলোপ নির্ধারিত হয়। নাগরিকতা অর্জন সম্পর্কিত কয়েকটি ধারা নিম্নরূপঃ

ক. ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর পাক হানাদার বাহিনীর ভয়ে অথবা স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য যারা দেশত্যাগ করে অন্য রাষ্ট্রে আশ্রয় নিয়েছিল তারা যদি স্বেচ্ছায় বাংলাদেশে ফিরে আসে তবে তারা বাংলাদেশের নাগরিক বলে বিবেচিত হবে।

খ. যদি কোন ব্যক্তি বা তার মাতাপিতা বা পিতামহ এমন কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করে থাকেন যে স্থান ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের অন্তর্ভূক্ত ছিল বা আছে এবং তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন; তাহলে উক্ত ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক বলে গণ্য হবেন।

গ. বাংলাদেশী দম্পত্তির কোন সন্তান বাংলাদেশে অথবা অন্য কোন রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করলে জন্মনীতি অনুযায়ী সে সন্তান বাংলাদেশী নাগরিকত্ব লাভ করবে।

১৯৮৫ সালের অধ্যাদেশ এর একটি ধারা

বাংলাদেশী নাগরিক কোন বিদেশী মহিলাকে বিবাহ করলে এবং বাংলাদেশে ২ বছর স্থায়ীভাবে বসবাস করলে সে মহিলা বাংলাদেশের নাগরিকত্ব লাভের জন্য আবেদন করতে পারে। রাষ্ট্র তার আবেদন মঞ্জুর করলে সে মহিলা বাংলাদেশী নাগরিক বলে বিবেচিত হবে।

অন্যদিকে, বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশী কোন নাগরিকের নাগরিকত্ব বিলোপও হতে পারে। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী "বাংলাদেশের কোন নাগরিক যদি স্বেচ্ছায় নাগরিকত্ব ত্যাগ করে কিংবা অন্য রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে কিংবা দীর্ঘদিন রাষ্ট্রের মধ্যে অনুপস্থিত থাকে তাহলে তার নাগরিকত্ব বিলুপ্ত হবে"। তাছাড়া রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে কোন গুরুতর অপরাধ করলেও নাগরিকত্ব বাতিল হতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	দ্বৈত নাগরিক এর অসুবিধাগুলো কি কি?

সারসংক্ষেপ

প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই নাগরিকতা অর্জন অপরিহার্য। বিভিন্নভাবে নাগরিকতা অর্জন করা যায়, তবে সর্বজন স্বীকৃত দুটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা: জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব অর্জন ও অনুমোদন সূত্রে নাগরিকত্ব অর্জন। পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রেই এই দুটি পদ্ধতিতেই নাগরিক হবার সুযোগ রয়েছে। ফলে দ্বৈত নাগরিক হয়ে যাবার মতো বিষয়টিও রয়েছে, অর্থাৎ একই ব্যক্তি একই সাথে দুটি রাষ্ট্রের নাগরিক। নাগরিকতা অর্জন রাষ্ট্রের নিজ নিজ আইন দ্বারা নির্ধারিত হয়। ফলে উক্ত আইনের ব্যতয় ঘটলে কোন ব্যক্তির নাগরিকত্ব বিলোপও হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২

বহুনির্বাচনী অভিক্ষা

১। নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি কয়টি?
ক. ১টি খ. ২ টি গ. ৩ টি ঘ. ৪ টি

২। বাংলাদেশে নাগরিকতা নির্ণয়ের প্রধান পদ্ধতি কোনটি?
ক. অনুমোদনসূত্রে খ. জন্মসূত্রে গ. উভয়টি ঘ. কোনটিই নয়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন
জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক বেলাল হোসেন ডিভি ভিসার মাধ্যমে আমেরিকা গিয়ে সেখানে বসবাস করেন। তিনি সেখানে বিয়ে করেন এবং নাগরিকত্বও লাভ করেন।

৩। বেলাল হোসেন বর্তমানে-
i. বাংলাদেশের নাগরিক
ii. বাংলাদেশের নাগরিক আর নেই
iii. আমেরিকার নাগরিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ. i ও ii গ. ii ও iii ঘ. i ও iii

৪। বেলাল হোসেন আমেরিকার নাগরিক যে সূত্রে-
ক. জন্মসূত্রে খ. জন্মস্থানসূত্রে গ. অনুমোদন সূত্রে ঘ. সম্মানস্বরূপ

পাঠ-২.৩ সুনাগরিক (Ideal Citizen)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সুনাগরিক কারা জানতে পারবেন।
- সুনাগরিকের গুনাবলিগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাবেন।

মুখ্য শব্দ	সুনাগরিক, বুদ্ধি, বিবেক, আত্নসংযম, গুনাবলি

সু শব্দের অর্থ হল ভালো বা আদর্শ। তাহলে সুনাগরিক মানে হল আদর্শ নাগরিক। যেকোন রাষ্ট্রের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য সুনাগরিকের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। আবার এই সুনাগরিক গড়ে তোলাও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কেউ একজন খুব সহজে একটা রাষ্ট্রের নাগরিক হলেও কেবল সুনাগরিকই রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে। তাহলে প্রশ্ন হল সুনাগরিক কে বা কারা? এ বিষয়েও বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্ন মত দিয়েছেন। অধ্যাপক ই, এম, হোয়াইট এর মতে 'সাধারণ জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও নিষ্ঠা এ তিনটি গুন যদি কোন নাগরিকের থাকে তাহলে সে-ই সুনাগরিক।

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর বক্তব্যে নাগরিকের অনেকগুলো গুণের উল্লেখ রয়েছে, তবে লর্ড ব্রাইস প্রদত্ত উপাদানগুলোই এ পর্যন্ত সবেচেয়ে গ্রহণযোগ্য। তিনি মনে করেন কোন নাগরিক সুনাগরিক হিসেবে পরিগণিত হবে যদি তিনটি গুণ যথা- (১) বুদ্ধি (২) আত্নসংযম (৩) বিবেক থাকে।

এখন তিনটি গুণ সম্পর্কে সংক্ষেপে জানা যাক-

১. বুদ্ধি (Intelligence) : বুদ্ধিমান নাগরিক রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য। এটি সুনাগরিকের প্রথম ও প্রধান গুন। নাগরিক হিসেবে প্রত্যেকেরই রাষ্ট্রের প্রতি অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে। আধুনিক রাষ্ট্র নাগরিকদের অনেক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে থাকে। একজন সচেতন ও বুদ্ধিমান নাগরিক এইসব সেবাগুলো কি, কোথা থেকে পাওয়া যায় ও কিভাবে পাওয়া যায় তা ভালোভাবে জানে। তাছাড়া রাষ্ট্রের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কেও অনেক জ্ঞান রাখে যা তাকে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত করতে সাহায্য করে। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা প্রত্যেক নাগরিকের অপরিহার্য কর্তব্য। তাছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালনের জন্যও একজন নাগরিককে প্রথমত বুদ্ধিমান হওয়া প্রয়োজন।

২. আত্নসংযম (Self-control) : ব্যক্তিস্বার্থ ত্যাগ করা ও অন্যের মতামতের প্রতি সহিষ্নুতাই হলো আত্নসংযম। আত্নসংযম ছাড়া কেউ সুনাগরিক হতে পারে না। এটি নাগরিককে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্বশীল করে। অনেক ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে বৃহত্তর স্বার্থে কাজ করতে উৎসাহ যোগায়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আত্নসংযম অপরিহার্য। অন্যকে মত প্রকাশের সুযোগ দেয়ার মধ্য দিয়ে প্রকৃত গণতান্ত্রিক চেতনার প্রকাশ ঘটে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সচল রাখতে হলে বিরোধী দল, সংখ্যালঘু ও সুবিধাবঞ্চিত সকল গোষ্ঠীর মতামত এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহমর্মি হতে হয়। আত্নসংযমের অভাবে জাতীয় নির্বাচনে সহিংসতা ঘটতে দেখা যায়। অর্থাৎ নাগরিকের আত্নসংযমের অভাবে একটি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও জানমালের অনেক ক্ষতি হয়। তাই আত্নসংযমী হয়ে কোন নাগরিক জীবনে সমৃদ্ধি, কল্যাণ ও সুনাম বয়ে নিয়ে আসে, তেমনি জাতির জীবনে আসে সফলতা। তাই সুনাগরিক হওয়ার জন্য তাকে অবশ্যই আত্নসংযমী হতে হবে।

৩. বিবেক (Conscience): বিবেক আছে বলেই মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। তবে সকল মানুষের বিবেক এক রকমভাবে কাজ করে না। এটি স্বকীয় ও মৌলিক একটি সত্তা। এই বিবেকই মানুষকে ভাল-মন্দের মাঝে পার্থক্য করতে শেখায়। অর্থাৎ বিবেকসম্পন্ন মানুষ সাধারণত অন্যের ক্ষতি না করে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধনে কাজ করে। অন্যদিকে বিবেকহীন মানুষ অপরের ভালমন্দ চিন্তা না কওে নিজ স্বার্থে লিপ্ত থাকে। সুনাগরিক সবসময় নিজের বিবেক বুদ্ধি দিয়ে

তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে। বিবেক পথ প্রদর্শকের ন্যায় ব্যক্তির জীবনকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে। চলার পথে সব সময় হয়তো অগ্রজদের নির্দেশনা পাওয়া সম্ভব হয় না, সেসব ক্ষেত্রে নিজের বিবেক অনুযায়ী কাজ করা উচিত।

লর্ড ব্রাইস প্রদত্ত তিনটি গুণাবলি সুনাগরিকের জন্য অবশ্যম্ভাবী। এছাড়াও আরও কিছু গুনাবলি থাকা উচিত। যেমন- বড়দের শ্রদ্ধা করা, ছোটদের স্নেহ করা, কাউকে ঘৃনা না করা, হিংসা না করা, অপরের ক্ষতি চিন্তা না করা, শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান হওয়া, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সচেতন থাকা, শৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্তিতার প্রতি অনুরাগী হওয়া, সাধারণ জ্ঞান, প্রজ্ঞার অধিকারী হওয়া। নিজ সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকাও সুনাগরিকের গুণ।

শিক্ষার্থীর কাজ	সুনাগরিক রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য কেন?

সারসংক্ষেপ

নাগরিক মাত্রই রাষ্ট্র প্রদত্ত কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, তেমনটি রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করে। রাষ্ট্রের উন্নতি ও মর্যাদা একজন নাগরিকের পালিত কর্তব্যের উপরেই অনেকাংশে নির্ভর করে। ফলে সুনাগরিক প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই কাম্য। তবে প্রশ্ন হলো সুনাগরিক কারা? বিভিন্ন রাষ্ট্র বিজ্ঞানী ভিন্ন ভিন্ন গুনাবলির কথা বললেও লর্ড ব্রাইস কর্তৃক চিহ্নিত তিনটি গুনাবলিকে অনেকেই যুক্তিযুক্ত মনে করেন। এই তিনটি গুনাবলি হল-বুদ্ধি. আত্নসংযম ও বিবেক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। সুনাগরিকের কমপক্ষে কয়টি গুণ থাকা বাঞ্চনীয়?
ক. ২টি খ. ৩ টি গ. ৪ টি ঘ. ৫ টি

২। সুনাগরিকতা বিষয়ে তিনটি গুণের কথা বলেছেন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী?
ক. এরিস্টটল খ. লাস্কি গ. লর্ড ব্রাইস ঘ. লর্ড একটন

৩। সুনাগরিক নিচের যে সকল কাজ করতে পারে-
i. প্রতিবেশির বিপদে এগিয়ে আসবে
ii. রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা করবে
iii. কর ফাঁকি দিবে

নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ. i ii গ. ii iii ঘ. i iii

পাঠ-২.৪ নাগরিক অধিকার ও অধিকারের শ্রেণিবিভাগ (Citizen Rights and Classification of Rights)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নাগরিক অধিকার কি তা বুঝতে পারবেন।
- নাগরিক অধিকার কোনগুলো তা বলতে পারবেন।
- নাগরিক অধিকারের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে অবগত হবেন।

মুখ্য শব্দ	অধিকার, সুযোগ-সুবিধা, মানবিক বিকাশ, স্বীকৃত, আইনগত ভিত্তি

সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব হিসেবে পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য মানুষের কিছু সুযোগ-সুবিধা আবশ্যক। নাগরিকদের জন্য সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এ রকম সুযোগ-সুবিধাই হল অধিকার। এ বিষয়ে টি, এইচ, গ্রীন বলেন "অধিকার হচ্ছে সেসব বাহ্যিক অবস্থা যা মানসিক পরিপুষ্টি সাধন করে।"

অধিকার ছাড়া মানুষ তার বক্তিত্বকে উপলব্ধি করতে পারে না। রাষ্ট্রের ধরণ প্রদত্ত অধিকার দ্বারা প্রকাশ পায়।

অধিকারের শ্রেণিবিভাগ

অধিকার প্রধানত দুই প্রকার- যথা (১) নৈতিক অধিকার ও (২) আইনগত অধিকার

নৈতিক অধিকার (Moral Rights) : নৈতিক অধিকার নীতি এবং বিবেকদ্বারা জাগ্রত। ন্যায়বোধ থেকে এটি তৈরি হয়। নৈতিক অধিকারের আইনগত ভিত্তি নেই। যেমন-ভিখারীর ভিক্ষা পাবার অধিকার। ভিক্ষারীকে ভিক্ষা না দিলেও সে কারও বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারবে না। তবে নৈতিক অধিকার সমাজ স্বীকৃত। নৈতিক অধিকার সমাজের সুন্দর পরিবেশ বজায় রাখতে সাহায্য করে। এর ফলে নাগরিকের সুকুমার মনোবৃত্তির বিকাশ ঘটে। এই নৈতিক অধিকার সমাজ ও সময়ভেদে পরিবর্তন হতে পারে।

আইনগত অধিকার (Legal Rights) : আইনগত অধিকার নাগরিকের জীবনধারণ ও বিকাশের জন্য অপরিহার্য। এ অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত বা অনুমোদিত। এটি রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃত্ব দ্বারা নির্ধারিত হয়। এ অধিকার রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত। ফলে এরূপ অধিকার ভঙ্গ করলে রাষ্ট্র শাস্তি বিধান করে। যেমন জীবনধারণের অধিকার, অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থানের অধিকার ইত্যাদি। সমাজ ও রাষ্ট্রভেদে এ অধিকারের তারতম্য ঘটে না। অর্থাৎ এটি সার্বজনীন আইনগত অধিকারকে নিম্নরূপভাবে ভাগ করা যায়-

ক. সামাজিক অধিকার : যে সকল অধিকার সভ্য সমাজে বাস করার জন্য প্রয়োজন তাকে সামাজিক অধিকার বলে। যেমন-জীবন ধারণের অধিকার, সম্পত্তি রক্ষার অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার ইত্যাদি। এ অধিকার ছাড়া নাগরিকের সমাজ জীবন চিন্তা করা যায় না।

খ. অর্থনৈতিক অধিকার : অর্থনৈতিক অধিকার বলতে সেই সকল সুযোগ-সুবিধা বোঝায় যা নাগরিকের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যমে জীবন ধারণের নিশ্চয়তা দেয়। অর্থনৈতিক অধিকার ছাড়া নাগরিক জীবন চিন্তা করা যায় না। যেমন-কর্মের অধিকার, ন্যায্য মুজুরি পাবার অধিকার, পেশা পছন্দের অধিকার। অর্থনৈতিক অধিকার অন্যান্য অধিকারের পূর্বশর্ত।

গ. রাজনৈতিক অধিকার : প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অধিকার কে রাজনৈতিক অধিকার বলে। রাজনৈতিক অধিকার ভোগের মাধ্যমে নাগরিকগণ রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে। তাছাড়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক অধিকার ভোগের মাধ্যমে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ লাভ করা যায়। যেমন-ভোটাধিকার প্রয়োগ, নির্বাচনে অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার। তবে প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকগণই এসব অধিকার ভোগ করতে পারে। রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করলে নাগরিকদের মাঝে সচেতনা ও দেশপ্রেম জাগ্রত হয়।

ঘ. ধর্মীয় অধিকার : প্রত্যেক নাগরিকের তার নিজ ধর্ম পালন, চর্চা, আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হল ধর্মীয় অধিকার। যেমন একজন মুসলিম নাগরিকের অধিকার আছে নামায পড়ার। ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সকল নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করে, কেননা ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার।

ঙ. সাংস্কৃতিক অধিকার : প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছেদ থাকে। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে সংস্কৃতিকে ধারণ, বাহন ও বিকাশ ঘটানোর অধিকার হল সাংস্কৃতিক অধিকার। সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র পরিচিত হয়ে উঠে।

চ. ব্যক্তিগত অধিকার : ব্যক্তি থেকে পরিবার, পরিববার নিয়ে সমাজ আর সমাজের সমষ্টি হল রাষ্ট্র। মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য তার কিছু সুযোগ-সুবিধা দরকার। এটা তার জন্মগত অধিকার। যেমন জীবন-ধারণের অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, সুখ-স্বাচ্ছদ্যের অধিকার। এ অধিকার ছাড়া কোন ব্যক্তি সুন্দর জীবন-যাপন করতে পারে না।

শিক্ষার্থীর কাজ	অধিকার নাগরিকের জন্য প্রয়োজন কেন?

সারসংক্ষেপ

মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার এবং সুকুমার মনোবৃত্তির বিকাশের জন্য সুযোগ-সুবিধা অপরিহার্য। একটি রাষ্ট্রের নাগরিক হবার ফলে নাগরিকগণ অনেকগুলো মৌলিক ও মানবাধিকার ভোগ করে থাকে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- সামাজিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার ও ব্যক্তিগত অধিকার। এই অধিকারগুলো রাষ্ট্রের আইন দ্বারা স্বীকৃত, ফলে একজন অধিকার বঞ্চিত হলে তিনি আইনের আশ্রয় নিতে পারেন। কল্যাণমূলক রাষ্ট্র নাগরিক অধিকার বাস্তবায়নে সদা সচেষ্ট থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৪

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। অধিকার প্রধানত কত প্রকার?

ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫

২। ভিক্ষা পাবার অধিকার কি ধরনের অধিকার?

ক. সামাজিক অধিকার খ. নৈতিক অধিকার গ. আইনগত অধিকার ঘ. অর্থনৈতিক অধিকার

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন ও প্রশ্নের উত্তর দিন-

ঢাকার একটি গলিতে সাইনবোর্ডে লিখা রয়েছে 'এই গলিতে ফেরি করে জিনিস বিক্রি করা নিষেধ'। গলির একজন অধিবাসী বলল ফেরিওয়ালার চিৎকারে বাসিন্দারা অতিষ্ঠ।

৩। আলোচ্য উদ্দীপকে ফেরিওয়ালা ও বাসিন্দাদের কি ধরনের অধিকারের কথা বলা হয়েছে-

i. অর্থনৈতিক অধিকার
ii. রাজনৈতিক অধিকার
iii. সামাজিক অধিকার

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ.i ii ও iii

পাঠ-২.৫ তথ্য অধিকার (Right to Information)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- তথ্য অধিকার কি বলতে পারবেন।
- তথ্য কমিশন এর গঠন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে ধারণা পাবেন।

মুখ্য শব্দ	তথ্য কমিশন, তথ্য কর্মকর্তা, গোপনীয়তা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা

রাষ্ট্র নাগরিকদের জীবন-যাপন নির্বিঘ্ন ও সুন্দর করার জন্য নানাবিধ অধিকার প্রদান করে থাকে। সাধারণত অসংখ্য প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও ব্যক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র এই অধিকারগুলো নিশ্চিত করে থাকে। সেবা ভোগ করতে হলে আগে জানতে হবে কে, কোথায়, কখন এই সেবা দিচ্ছে। এ সংক্রান্ত তথ্য জানাও প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার। তবে কিছু তথ্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে গোপন রাখতে হয়। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য সরকার ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করেছে। তথ্য আদান-প্রদানে কোন সমস্যা বা জটিলতার সৃষ্টি হলে তা তদারকির জন্য তথ্য কমিশন নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

তথ্য কমিশনের গঠন

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১১(১) উপ-ধারার বিধান মতে আইন জারির ৯০ দিনের মধ্যে ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার ও ২ জন তথ্য কমিশনার, তন্মধ্যে একজন নারী সদস্য সমন্বয়ে তথ্য কমিশন গঠন করা হয়। প্রথম প্রধান তথ্য কমিশনার ছিলেন এম আজিজুর রহমান। তথ্য অধিকার আইনের তৃতীয় ধারায় বলা হয়েছে যে, প্রচলিত অন্য কোনো আইনের (ক) তথ্য প্রদান সংক্রান্ত বিধানবলি এ আইনের বিধানবলি দ্বারা ক্ষুন্ন হবে না এবং (খ) তথ্য প্রদানে বাধা সংক্রান্ত বিধানবলি এ আইনের বিধানবলির সাথে সাংঘর্ষিক হলে, এ আইনের বিধানবলি প্রাধান্য পাবে। ৪র্থ ধারায় বলা হয়েছে যে, এ আইনের বিধানবলি সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকবে এবং কোনো নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাকে তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে।

তথ্য কর্মকর্তা

এই আইন জারির ৬০ দিনের মধ্যে প্রত্যেক সরকারি কার্যালয় একজন কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেবে। নতুন সৃষ্ট কার্যালয়ের ক্ষেত্রেও একইরূপ কর্মকর্তা থাকবে।

তথ্য প্রাপ্তির পদ্ধতি

রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব খর্ব হয় না এমন বিষয়ে যেকোন নাগরিক সরকার থেকে তথ্য জানতে চাইতে পারে। এজন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে নিযুক্ত তথ্য কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করতে হবে। আবেদনের ২০-৩০ কার্যদিবসের মধ্যে কাঙ্খিত তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে। ক্ষেত্রমতে মৃত্যু বা কারাগারে আটকসংক্রান্ত বিষয় হলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে লিখিতভাবে তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদানে বাধ্য না হলে ১০ দিনের মধ্যে তিনি আবেদনকারীকে লিখিতভাবে তা জানাবেন। অহেতুক তথ্য না দিলে তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার বা দপ্তরের প্রধানের নিকট আপীল করতে পারবে। আপীল কর্তৃপক্ষ ১৫ দিনের মধ্যে কাঙ্খিত তথ্য সরবরাহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেবেন, না হয় আপীল খারিজ করে দিবেন।

তথ্য অধিকার আইনের ৮নং ধারায় তথ্য প্রাপ্তির পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে

১. কোনো ব্যক্তি তথ্য প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য চেয়ে লিখিতভাবে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম বা ই-মেইলে অনুরোধ করতে পারবেন।

২. উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অনুরোধে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকতে হবে:

(অ) অনুরোধকারীর নাম, ঠিকানা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা;

(আ) যে তথ্যের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে তার নির্ভুল এবং স্পষ্ট বর্ণনা;

(ই) অনুরোধকৃত তথ্যের অবস্থান নির্ণয়ের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি এবং

(ঈ) কোন পদ্ধতিতে তথ্য পেতে আগ্রহী তার বর্ণনা অর্থাৎ পরিদর্শন করা, অনুলিপি নেয়া, নোট নেয়া বা অন্য কোন অনুমোদিত পদ্ধতি।

৩. তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মুদ্রিত ফরমে নির্ধারিত ফরমেটে হতে হবে। তবে ফরম মুদ্রিত বা সহজলভ্য না হলে উপরোল্লিখিত তথ্যাবলি সন্নিবেশ করে সাদা কাগজে বা ক্ষেত্র মতো, ইলেকট্রনিক মিডিয়া বা ই-মেইলেও তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনুরোধ করা যাবে।

৪. তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনুরোধকারীকে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক উক্ত তথ্যের জন্য নির্ধারিত যুক্তিসংগত মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

৫. সরকার তথ্য কমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধক ফিস এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দিতে পারবে এবং কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তি শ্রেণিকে কিংবা যে কোনো শ্রেণির তথ্যকে উক্ত মূল্য প্রদান হতে অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে।

৬. প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুসরণে বিনামূল্যে যেসব তথ্য সরবরাহ করা হবে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করে প্রকাশ ও প্রচার করবে।

তথ্য প্রদান ও প্রাপ্তির সুবিধা

ক. সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়:- সরকার হল জনগণের ব্যবস্থাপক। দেশের অভ্যন্তরীণ ও মানবসম্পদ কাজে লাগিয়ে সরকার জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য নানাবিধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে। জনগণের সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনাই সরকারের মূল কাজ। তাই সরকার জনগণের প্রাপ্য অধিকার, সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে বদ্ধ পরিকর। অনেক ক্ষেত্রে তার ব্যতয় ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তাই জনগণ যদি বিভিন্ন দপ্তর থেকে কাঙ্খিত তথ্য পায় তবে সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত হয়। একই সাথে জনগণের কল্যাণও হয়।

খ. নাগরিক সন্তুষ্টি: কাঙ্খিত তথ্য প্রাপ্তির মধ্যে সরকারের প্রতি নাগরিকদের আস্থা বৃদ্ধি পায়। নাগরিকগণ আত্মতৃপ্তি লাভ করে। ফলে নাগরিকদের মাঝে কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পায়।

গ. টেকসই নীতি প্রণয়নে সহায়ক: সরকারের বা কোন দপ্তরের কর্মকান্ড সম্পর্কে নাগরিকগণ যদি অবগত থাকে তবে সরকারকে বিভিন্ন পরামর্শ দিতে পারে। ফলে যেকোন নীতি অধিক টেকসই হয়।

পরিশেষে বলা যায়, বর্তমান যুগ তথ্যের যুগ। তাই সরকার তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য আইনগত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উন্নত ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সরকারি তথ্য অনেক সহজলভ্য। কিছু অুন্নত দেশে মত প্রকাশের যেমন বাধা থাকে তেমনি তথ্য প্রাপ্তি কঠিন থাকে। তথ্য প্রযুক্তির যুগে সরকারগুলো তথ্য সরবরাহে ক্রমাগত উদার হচ্ছে। বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনি কী কখনো তথ্য অধিকার আইনের অধীনে তথ্য দাবি করেছেন? কিভাবে তা করা যায়?

সারসংক্ষেপ

তথ্যই জ্ঞান, তথ্যই শক্তি। তথ্য প্রাপ্তি বর্তমানে নাগরিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। বাংলাদেশী নাগরিকদের অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিতের লক্ষ্যে সরকার ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার প্রণয়ন করেছে। এই আইনের মাধ্যমে তথ্য কমিশন গঠন ও প্রত্যেকটি সরকারি কার্যালয়ে তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগদানের মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ করা হয়। তথ্য প্রাপ্তি অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সরকারি কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা তৈরি হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৫

বহুনির্বাচনী অভিক্ষা

১। তথ্য অধিকার আইন কত সালে পাশ হয়?
ক. ২০০৭ খ. ২০০৮ সালে গ. ২০০৯ সালে ঘ. ২০১০ সালে

২। তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের জন্য কি গঠন করা হয়েছে?
ক. তথ্য অধিদপ্তর খ. তথ্য কমিশন গ. তথ্য পরিদপ্তর ঘ. তথ্য কর্মকর্তা

৩। বাংলাদেশের তথ্য কমিশন-
i. তিন সদস্য বিশিষ্ট
ii. তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ নিশ্চিত করবে
iii. ২০-৩০ কার্যদিবসে তথ্য প্রদান করবে

নিচের কোনটি সঠিক
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i ii ও iii

পাঠ-২.৬ নাগরিকের কর্তব্য ও কর্তব্যের শ্রেণিবিভাগ (Citizen's Responsibilities and Their Types)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নাগরিকের কর্তব্য সম্পর্কে অবগত হবেন।
- নাগরিক কর্তব্যের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- নাগরিক কর্তব্য পালন করা উচিত কেন তা অনুধাবন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	দায়িত্ববোধ, সুনাগরিক, বিবেক-বুদ্ধি, রাষ্ট্রের উন্নয়ন

কর্তব্য হল এক ধরনের দায়িত্ববোধ। রাষ্ট্র নাগরিকদের অনেক সুযোগ সুবিধা প্রদান করে থাকে। নাগরিকগণও সেগুলো তার অধিকার হিসেবে ভোগ করে। রাষ্ট্র ও নাগরিক নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। ফলে রাষ্ট্র যেমন নাগরিকদের অধিকার দিয়ে থাকে তেমনি নাগরিকদের রাষ্ট্রকে দেয়ার মতো অনেক কিছু থাকে। আইন মেনে চলা, রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সম্মান করা ও আনুগত্য প্রকাশ করা, নিয়মিত কর প্রদান করা ইত্যাদি। রাষ্ট্রে এ ধরনের দায়িত্ব পালন করাই হল নাগরিকের কর্তব্য। আদর্শ, সুন্দর, সভ্য ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গঠনে নাগরিকদের অবশ্যই এসব কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমন-নাগরিকগণ যদি নিয়মতি কর পরিশোধ না করে তবে রাষ্ট্র নাগরিকদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্য, শিক্ষার মতো সুযোগ-সুবিধা দিতে পারবে না, ফলে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। এমনি করে অন্যান্য কর্তব্যও যদি নাগরিকগণ পালন না করে তবে পুরো রাষ্ট্রযন্ত্রই বিকল হয়ে যাবে। তাই প্রত্যেক নাগরিকের উচিত তার নিজ কর্তব্য পালন করা। তাই হয়তো অধ্যাপক এইচ, জে, লাস্কি বলেন, "আমার নিরাপত্তার অধিকারের মধ্যে অপরের অযৌক্তিক ও অন্যায়ভাবে আক্রমণ না করার কর্তব্য নিহিত"।

নাগরিক কর্তব্যের শ্রেণিবিভাগ

কর্তব্যকে বেশ কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন- (১) সামাজিক কর্তব্য (২) রাজনৈতিক কর্তব্য (৩) অর্থনৈতিক কর্তব্য (৪) নৈতিক কর্তব্য (৫) আইনগত কর্তব্য

১) সামাজিক কর্তব্য

মানুষ সমাজে বাস করে। মানুষ সমাজেই জন্ম গ্রহণ করে, সমাজেই লালিত পালিত হয় এবং সমাজেই মৃত্যুবরণ করে। তাই সমাজকে সুন্দর ও বাসযোগ্য করে গড়ে তোলার কর্তব্য মানুষের। সামাজিক সম্প্রীতি, সংঘ গড়ে তোলা, তা পরিচালনা করা, সমাজিক আচার-অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করা, সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলা, তাদের মধ্যে আদব-কায়দা, সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ তৈরি করা নাগরিকের সামাজিক কর্তব্য। সামাজিক কর্তব্য হল অন্য সকল কর্তব্যের ভিত্তি। এ কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়েই তৈরি হয় সুনাগরিক।

২) রাজনৈতিক কর্তব্য

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এরিস্টটল বলেছেন, মানুষ স্বভাবতই সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব। অর্থাৎ মানুষ যেমন কিছু রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে তেমনি তাদের রাজনৈতিক কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। যেমন- রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা, আইন মেনে চলা, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা, সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচনে সহায়তা করা, রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সাড়া দেয়া ইত্যাদি।

৩) অর্থনৈতিক কর্তব্য

নাগরিকগণ কিছু অর্থনৈতিক কর্তব্যও পালন করে থাকে। জীবন-জীবিকা ও রাষ্ট্রীয় সমৃদ্ধির জন্য এসব কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমন-নিয়মিত খাজনা ও কর প্রদান, রাষ্টীয় ও ব্যক্তিগত উৎপাদন কাজে অংশ গ্রহণ। ব্যক্তিগত উৎপাদনে কেবল ব্যক্তিই লাভবান হয় না, রাষ্ট্রও অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি লাভ করে।

৪) নৈতিক কর্তব্য

এ কর্তব্য একান্তই নাগরিকের ব্যক্তিগত ও নৈতিক ব্যাপার। নিজের বিবেক থেকেই সমাজে বাস করতে গিয়ে এসব দায়িত্ব পালন করে থাকে। যেমন-দরিদ্রকে সাহায্য করা, অন্ধকে পথ দেখানো, প্রাকৃতিক দুর্যোগে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করা, অন্যায় এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা প্রভৃতি।

৫) আইনগত কর্তব্য

এ কর্তব্য নাগরিকের উপর রাষ্ট্র কর্তৃক আইন দ্বারা আরোপ করা হয়। যেমন-নিয়মিত করা দেয়া, জাতীয় দিবস উদযাপন, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা নাগরিকের আইনগত কর্তব্য। এ ধরনের কর্তব্য পালন না করলে রাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় রাষ্ট্র ও নাগরিকের সম্পর্ক আকার-পরিপূরক। রাষ্ট যেমন নাগরিকদের কিছু সুযোগ সৃষ্টি দিয়ে থাকে তেমনি নাগরিকদের রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ববোধ রয়েছে। একথায় নাগরিকতার কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করলেই রাষ্ট্রের পক্ষে অধিকার বাস্তবায়ন সম্ভব।

শিক্ষার্থীর কাজ	নাগরিক হিসেবে আপনার সামাজিক কর্তব্যগুলো কি কি?

সারসংক্ষেপ

নাগরিকগণ কেবল রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকারই ভোগ করে না, তাঁরা রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যও পালন করে। তার মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে আইনগত কর্তব্য আর কতগুলো হলো নৈতিক কর্তব্য। যেমন নিয়মিত কর প্রদান করা, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন আইনগত কর্তব্য, অন্যদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করা নৈতিক কর্তব্য। রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রত্যেকে নাগরিকেরই নিজ নিজ কর্তব্য পালন করা উচিত ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৬

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

১। নাগরিকগণ নিজের কর্তব্য সঠিক ভাবে পালন করলে-

i. অর্থ সাশ্রয় হয়

ii. সুনাগরিকতার প্রকাশ পায়

iii. দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটে

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন ও প্রশ্নের উত্তর দিন

জামিল সাহেব প্রতিদিন সকালে হাঁটেন। একদিন সকালে তাঁর উঠতে দেরি হয়। রাস্তায় হাটতে গিয়ে দেখেন রাস্তার সব বাতিগুলো জ্বলছে। তিনি নিকটস্থ সিটি কর্পোরেশন অফিসে গিয়ে বিষয়টি জানান। কর্তৃপক্ষ তাকে ধন্যবাদ জানায়।

২। জামিল সাহেব এর এই আচরণ থেকে কি প্রকাশ পায়-

ক. আইনের প্রতি শ্রদ্ধা খ. দায়িত্ববোধ গ.কর্তব্যবোধ ঘ. বাহবা পাওয়ার লোভ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

১। মৃদুল ও জেনিফার ভালো বন্ধু। দুজনেই প্রাপ্ত বয়স্ক। সম্প্রতি জাতীয় নির্বাচনের ভোট কেন্দ্রে অনেকদিন পর দুজনের দেখা। মৃদুল জেনিফারকে দেখে অবাক। মৃদুল বলল জেনিফার তুমি ভোট কেন্দ্রে? ভোট দেবে নাকি? জেনিফার বলল হ্যাঁ মৃদুল আবার অবাক হলো। মৃদুল বলল তোমার জন্ম তো ব্রিটেনে। তুমি তো এদেশের নাগরিক না। জেনিফার বলল আমিও বাংলাদেশের নাগরিক।

ক. নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি কয়টি?
খ. বাংলাদেশের নাগরিকতা অর্জনের স্বীকৃত পদ্ধতি কয়টি ও কিকি?
গ. আলোচ্য উদ্দীপকে জেনিফার ভোটার হওয়াতে মৃদুল অবাক হল কেন?
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে জেনিফার কি কারণে বাংলাদেশের নাগরিক ব্যাখ্যা করুন।

২। রতন একজন শিক্ষিত সচেতন নাগরিক। সে চাকুরি সূত্রে শহরে থাকে। সম্প্রতি গ্রামে এসে রাস্তাঘাট দেখে হতাশ হল। রাস্তাগুলো সংস্কারের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থা দেখে সে উপজেলা স্থানীয় সরকার বিভাগে জানতে গেল কোন ইউনিয়নের জন্য কত টাকা বরাদ্দ রয়েছে। কিন্তু উপজেলা প্রকৌশলী কিছুতেই তাকে তথ্য দিতে রাজি হল না। পরে যখন প্রকৌশলীকে তথ্য অধিকার আইনের কথা বললেন তখন তিনি তথ্য দিতে রাাজি হলেন। তথ্য পেয়ে দেখলেন যে বেশ কয়েকমাস পূর্বে বরাদ্দ আসলেও তা দিয়ে রাস্তা সংস্কারের কাজ না করে বরাদ্দ নেই মর্মে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান গরিমশি করছেন। এই প্রেক্ষিতে রতন ইউনিয়নের কয়েক জন গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ নিয়ে চেয়ারম্যানের কাছে গেলেন। প্রাপ্ত তথ্য জানিয়ে তারা চেয়ারম্যানকে দ্রুত রাস্তার কাজ শুরু করতে অনুরোধ করলেন। অবিশ্বাস্যভাবে কয়েকদিনের মধ্যেই রাস্তার সংস্কার কাজ শুরু হয়ে গেল। ইউনিয়নের অনেকেই রতনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানালেন। রতন বললেন আমি শুধু আমার অধিকার আদায় করতে চেয়েছি, ইচ্ছে করলে যে কোন নাগরিকই তার এই অধিকার ভোগ করতে পারে।

ক. অধিকার কি?
খ. তথ্য অধিকার আইন কত সালে প্রণীত হয়?
গ. আলোচ্য উদ্দীপকে রতন কেন তথ্য জানতে চাইল?
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন কেন জরুরি তা আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১ : ১। খ ২। গ ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২ : ১। খ ২। খ ৩। ঘ ৪। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩ : ১। খ ২। খ ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৪ : ১। ক ২। খ ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৫ : ১। গ ২। খ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৬ : ১। ঘ ২। গ